আলমডাঙ্গায় দিনব্যাপি ব্যস্ত সময় কাটালেন জেলা প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা আলমডাঙ্গা উপজেলায় পরিচিতি ও মতবিনিময় গতকাল মঙ্গলবার তিনি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন। এর আগে তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত আলমডাঙ্গা বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন,আজকের এই মতবিনিময় সভায় আলমডাঙ্গার সার্বিক চিত্র দেখতে পেলাম এখন। সমস্যা সমাধানে সবাই যে এটি নিয়ে ভাবেন। আলমডাঙ্গার মাটি এবং মানুষ নিয়ে যে আপনাদের চিন্তা ভাবনা, এটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। অনেক বিষয় আছে যেগুলো হয়তো রাস্ট্রীয় ভাবে উদ্যোগ নেওয়া জরুরী। কিন্তু কিছু বিষয আছে যেগুলো আমরা স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে পারি। যেমন অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাদক। আমার বিশ্বাস মাদকের বিরুদ্ধে আপনারা সবাই সোচ্চার। আপনারা বলেছেন সিমান্তের ওপার থেকে মাদকের আগমন হতে পারে। আমার বিশ্বাস সিমান্তে বড়ারগার্ড বিজিবি অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করছে। আমি তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করবো। তবে লোকালই যদি মাদকের চাহিদা কমাতে না পারি তাহলে তরুন সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সে জন্য মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ত্লুতে হবে। যারা জনপ্রতিনিধি আছেন,তাদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স শুরু করা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্রিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ৃব হোসেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট সালমুন আহম্মেদ ডন, সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আব্দুর রশীদ, কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীন, উপজেলা প্রকৌশলী আরিফুদ্দৌলা, কালিদাসপুর ইউপি চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা, হারদী ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, জেহালা ইউপি চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান শিলন, নাগদাহ ইউপি চেয়ারম্যান বিপুল

জোয়ার্দ্দার, বাড়াদি ইউপি চেয়ারম্যান তবারক হোসেন, চিৎলা ইউপি চেয়ারম্যান সরোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এছাড়াও জেলা প্রশাসক আলমডাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলমডাঙ্গা থানা, কালিদাসপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, আলমডাঙ্গা পৌরসভা পরিদর্শন করেন ও হাটবোয়ালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি উপকারভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

আলমডাঙ্গায় যৌতুকের টাকা চেয়ে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে কর্মরত (হিসাব রক্ষক) হাছিবুল আলম শিপনের বিরুদ্ধে যৌতুক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে তারই স্ত্রী ফরিদা পারভিন। গত রবিবার সকালে ভুক্তভোগী ফরিদা খাতুন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। নির্যাতনের শিকার ওই নারী হলেন দর্শনা থানার আনোয়ারপুর গ্রামের ফজলু হকের মেয়ে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, গত ২০ বছর আগে দর্শনা থানার আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়া এলাকার ফজলু হকের মেয়ে ফরিদা পারভিনের সঙ্গে আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারপাড়া এলাকার আবু তাহেরে ছেলে হাছিবুল আলম শিপনের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। তাদের সংসার জীবনে এক পূত্রসন্তান রয়েছে। তাদের ছেলেটি একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত রয়েছে।

ভুক্তভোগী ফরিদা পারভিন জানান, ইতোপূর্বে হাছিবুল আলম শিপন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে হিসাব রক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। চাকুরির সুবাদে ওই এলাকায় বসবাস করা হয়। সে বিভিন্ন দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশে এক মেয়ের সাথে পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সময় যৌতুকের টাকা দাবি করে তাকে নির্যাতন করে।

নির্যাতন থেকে বাঁচতে পর্যায়ক্রমে বাবার বাড়ি থেকে তার স্বামীকে নগত ৭ লাখ টাকা এনে দেন স্ত্রী ফরিদা খাতুন। এছাড়াও বিয়ের সময় দেওয়া ৭ ভরি স্বর্ণের গহনা ও ৩ লাখ টাকার আসবাবপত্র হাছিবুল আলম শিপন বিক্রয় করে দেয়।

এতে হাফেজিয়া মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে বিপাকে পড়েন স্ত্রী ফরিদা পারভিন। এর পরও তার স্বামী হাছিবুল আলম শিপন , শ্বশুর আবু তাহের, শাশুড়ি মরিয়ম বেগম নাহি, ননদ তানিয়া আক্তার তনু ও তার স্বামী (ননদাই) রাশেদ হাসান যৌতুকের জন্য তাকে আরও বেশি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করে।

গত ২০ আগস্ট সকালে ফের এক লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। তাদের নির্যাতন ও অত্যাচার সইতে না পেরে, তার বাবার বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হয় ফরিদা পারভিন। পরে তার বাবা ফজলু রহমান স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন ফরিদা পারভিনকে।

বিচারের দাবিতে, ফরিদা পারভিন বাদি হয়ে রবিবার সকালে আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

নির্যাতনের শিকার ফরিদার বাবা ফজলু রহমান জানান, বিভিন্ন সময় যৌতুক নিয়েও ক্ষান্ত হয়নি মেয়ের জামাই হাছিবুল আলম শিপন। সরকারি চাকুরির অজুহাতে অন্য মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কে আমার মেয়ের উপর নির্মম নির্যাতন ও যৌতুক দাবি করে। বিচারের দাবিতে মেয়ে বাদি হয়ে থানায় অভিযোগ করেছে। এখন আমার মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে।

সত্যতা স্বীকার করে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মাসুম আহমেদ বলেন, অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে গত প্রায় ৩ মাস পূর্বে জীবননগর থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিপনের স্ত্রী আমাদের নিকট লিখিত অভিযোগ করলে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযুক্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে কর্মরত (হিসাব রক্ষক) হাছিবুল আলম শিপন জানান, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যে। পরকীয়ার বিষয়ে তার নিকট জানতে চাইলে ফোন কেটে দেয়। একাধিকবার তার সাথে যোগাযোগ করার চেস্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গায় ট্রাক-ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২; আহত

- ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাছ বোঝাই ট্রাক ও যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইজিবাইকের চালকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ৬ জন।

সোমবার সকালে উপজেলার হাটবোয়ালিয়া ফুটবল মাঠের আলমডাঙ্গা-গাংনী আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে সাজিদুর রহমান (৫৫) ও শখা মুন্নার ছেলে খাইরুল ইসলাম (৪০)।

আহতরা হলেন আজিজুল হক (৪১), জানু উদ্দিন (৪৫), দিপু (১৯), আব্দুস সামাদ (৩০), আসাদুল (৫৫), আনারুল ইসলাম (৫০)। আহত ও নিহতরা সকলেই দিনমজুরের কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে গাংনীর বানিয়া পুকুর থেকে যশোর গামী মাছ বোঝাই একটি ট্রাক হাটবোয়ালিয়া ফুটবল এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকের ২জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় আহত ৬ যাত্রীকে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথ জানান, নিহতদের মরদেহ হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে । দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ট্রাকটি জব্দ করা গেলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। এছাড়াও আহতের হারদিসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

আলমডাঙ্গার শেফা ক্লিনিককে অভিযান, ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

শর্তানুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ান না থাকাসহ বিভিন্ন অভিযোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান চালিয়ে শেফা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানাযায়, মানুষ জীবন বাঁচাতে এসব ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসেন। কিন্তু শেফা ক্লিনিক তাদের লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে নিজেদের মতো ব্যবসা করছে। সার্বক্ষণিক চিকিৎসক থাকার নিয়ম থাকলেও চুক্তিভিত্তিক ডাক্তারের মাধ্যমে চলছে কার্যক্রম। জরুরী বিভাগেও পাওয়া যায়নি নার্স কিংবা টেকনিশিয়ান। এছাড়াও বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে শেফা ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযোগের সত্যতার ভিত্তিতে শেফা ক্লিনিক কতৃপক্ষকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ জানান, রবিবার দুপুরে পৌর এলাকার কলেজপাড়ার শেফা ক্লিনিককে জরিমানা করা হয়। অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গার গোকুলখালিতে ট্রাক-আলমসাধুর মুখোমুখি

সংঘর্ষে যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ট্রাক-আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে সুজিত মাঝি (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আহত ব্যাক্তিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রবিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার গোকুলখালি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজিত মাঝি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের মৃত রতন মাঝির ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে সুজিত আলমসাধু যোগে মেহেরপুরে মুদি দোকানের মালামাল নিয়ে যাচ্ছিলো। পথেই গোকুলখালি বাজার প্রাঙ্গণে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। নিহত সুজিত আলমসাধু গাড়ি থেকে ছিটতে রাস্তায় পড়ে গুরুত্বর আহত হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে হাসপাতালে নিলে পথেই তিনি মারা যান।

নিহত সুজিত মাঝির মা বলেন, আমার ছেলে পেশায় আলমসাধু চালক। রবিবার সকালে এক ব্যক্তির সঙ্গে মুদি মালামাল নিয়ে মেহেরপুরে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে যাওয়ার ঘন্টা-খানেক পর শুনতে পাই, ছেলে আর বেঁচে নেই।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. নুরজাহান খাতুন বলেন, পরিক্ষা-নিরিক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। সুজিতের মাথাসহ শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, ঘটনার পর চালক ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আহত অবস্থায় সুজিতকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তী আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

আলমডাঙ্গায় টিনের চালা কেটে চুরির মূল হোতা আরাফাত গ্রেপ্তার

টিন কেটে চুরি সিন্ডিকেটের মূল হোতা কিশোর আরাফাতকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার পৌর এলাকার কাছারি বাজার প্রাঙ্গণে এক মাদ্রাসার ভ্যানের ব্যাটারি চুরির সময় সে গণধোলাই শিকার হয়। একপর্যায়ে ওই কিশোরকে পুলিশে তুলে দেয় স্থানীয়রা।
কিশোর আরাফাত হোসেন (১৯) কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের হাসান শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত কয়েকদিন যাবৎ আবারো আলমডাঙ্গার বিভিন্ন অঞ্চলে টিনের চালা কেটে চুরির ঘটনা ঘটছে। এমন ঘটনায় অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ঘরের টিনের চালা কেটে চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়নি। হঠাৎ এমন চুরির রহস্যের সৃষ্টি হয়।

ইতোপূর্বে গত ২ মাস পূর্বে টিন কেটে চুরির চোর চক্রের মূল হোতা আরাফাত দামুড়হুদা থানার এক উপ-পরিদর্শক (এসআই)র বাড়ি থেকে বাগানের লিচু বিক্রির টাকা চুরি করে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়। তারপর থেকেই আলমডাঙ্গায় টিন কেটে চুরির তৎপরতা কমলেও কিশোর আরাফাতের মা পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন।

চোর চক্রের মূল হোতা আরাফাতের তথ্য মতে, গত কয়েক মাস যাবৎ কুষ্টিয়া পোড়াদহ স্টেশন থাকা শুরু করে আরাফাত। ওখানেই বিভিন্ন অঞ্চলের কিশোরদের যোগসাজশে আরো বড় চোর চক্রের সিন্ডিকেট গড়ে তোলে। সন্ধ্যার ট্রেনে আলমডাঙ্গা আসে চোরচক্রের সদস্যরা। দীর্ঘ সময় স্টেশনের অদূরে সিগনালের নিকট অবস্থান করে। রাত হলেই বেরিয়ে পড়ে চুরি করতে। রাত-ভোর চুরি করে আবারো মাঝ রাত কিংবা সকালের গোয়ালন্দ ট্রেন যোগে পোড়াদহ স্টেশনে পৌছাই তারা।

গতকাল শনিবার সকালে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কাছারি বাজার প্রাঙ্গণের দারুস সুন্নাহ নুরানি মাদ্রাসা থেকে তিনটি পাখি ভ্যানের ব্যাটারি চুরি করে। ব্যাটারি তিনটি নিয়ে যাবার সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোর্পদ করে। এলাকাবাসীর উপস্থিতি টের পেয়ে আরাফাতের সঙ্গীরা পালিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে চুরি আইনে মামলা করেছে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ।

আলমডাঙ্গা বাড়াদি ইউনিয়নে সামসুল আবেদিন খোকনের গণসংযোগ ও পথসভা

আলমডাঙ্গার বাড়াদি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি শেখ সামসুল আবেদীন খোকন মোটরসাইকেল শো-ডাউনের মাধ্যমে গণসংযোগ ও পথসভা করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে ইউনিয়নের বাড়াদি, এনায়েতপুর, পোলতাডাঙ্গা, আঠারোখাদা ও নতিডাঙ্গায় এ গণসংযোগ ও পথ সভা করেন। এসময় তিনি প্রতিটি বাজারে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নৌকায় ভোট দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেবার জন্য ভোট চান।

পোলতাডাঙ্গা বাজারে তিনি এক পথ সভায় বক্তব্যে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ বছরে দেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জের রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি করেছে। স্কুল কলেজের ভবন নির্মাণ করেছে। কৃষি খাতে ভর্তূকির মাধ্যমে কৃষকের সার বীজের ব্যবস্থা করেছে। পদ্মা সেতু, মেট্রো রেলসহ স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। এসব দেখে বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। এসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত দাঁত ভাঙা জবাব নিতে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নৌকায় ভোট দিয়ে আবারো ক্ষমতায় আনতে হবে।

গণসংযোগ ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্বাহি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মাসুদ,জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল হোসাইন দীপক, সাবেক ছাত্রনেতা ও পৌর কাউন্সিলর আশরাফুল হক, আওয়ামীলীগ নেতা খাইরুল হোসেন, যুবলীগ নেতা স্বপন, মাসুম বিল্লাহ, উপজেলা যুবলীগ নেতা রুবেল হোসেন, এসএম বাসার রিভেন, যুবলীগ নেতা শিপন বিশ্বাস, রনি, রিফাত, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ নিপ্পন, আলমডাঙ্গা উপজেলা

ছাত্রলীগ নেতা শাহরিয়ার তপু, শেখ শাকিল, তামিম, মিয়াদ, পৌর ছাত্রলীগ নেতা সাব্বিরুজ্জামান সাব্বির, তারেক, কলেজ ছাত্রলীগ নেতা আশিক, মাহিন, ইমন, টগর, বান্না, নাইম, হারদী ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতারানা, নাফিজ, জনি, হাবিল, তানজিম, লিমন, অনিক, দিলদিল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

আলমডাঙ্গায় উপজেলা বিএনপির উদ্দ্যোগে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার ১৬ আগস্ট আনন্দধাম রোডের পুরাতন জামে মসজিদে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ।

প্রধান বক্তা ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, উপজেলা বিএনপির সহসাধারন সম্পাদক মকবুল হোসেন, পৌর বিএনপির সহসাধারন সম্পাদক মহাবুল হক মাস্টার, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম।

উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলামের উপস্থাপনায় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সম্পাদকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দার আলী, আমজাদ হোসেন, আলম শাহ, রফিকুল ইসলাম, টিপু সুলতান, মোবাশেরুজ্জামান খান প্রবাশ, আসাদুজ্জামান বকুল, শাহিদুদ্দোজা মিল্টন,বোরহান উদ্দিন, আব্দুর রশিদ, আতাউল হুদা, শফিকুল ইসলাম, আলাউদ্দিন খান, আবু বকর সিদ্দীক, পলাশ আহমেদ, শাহিনুর রহমান, আব্দুল রাজ্জাক

রাজা, আলমঙ্গীর হোসেন লালন, পৌর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সম্পাদকের মধ্যে হাফিজুর রহমান চমক, আব্দুর জব্বার, সাহেল মাসুদ, আমিরুল ইসলাম পান্নু, আবু জাফর, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলম বাবু, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আবএদর, সাইফুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান, মিনারুল ইসলাম, রাজু আহম্মেদ, যুবদল নেতা মিলন হোসেন, উপজেলা ছাত্রদল নেতা মাসুদ রানা, রকিবুল ইসলাম টগর,বকুল, মাবুদ, কলেজছাত্রদলের সদস্য সচিব লিমন, যুগ্ম আহবায়ক রাজ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার হারদি পুলিশের ওপেন হাউজ ডে ও মতবিনিময় সভা

পুলিশের সেবা জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উদ্যোগে ও ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশের আয়োজনে ওপেন হাউজ ডে ও বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে হারদি বাজারস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে হারদি বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি আশরাফুল হক চুন্নুর সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) একরামুল হক, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, ওসমানপুর ফাঁড়ির আইসি (পরিদর্শক) আবুল কাশেম, সাবেক ইউপি সদস্য লাল্টু, ইউপি সদস্য টিপু, থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুল ইসলাম, (এসআই) মারজাহান, এএসআই রিয়াজুল ইসলাম, এএসআই অরুপ প্রমূখ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, আমি চুয়াডাঙ্গায় যোগদান করেছি গত সপ্তাহে। প্রথমে হারদী ইউনিয়ে

আপনাদের সাথে কথা বলতে এসেছি। আমি ২০১০ সালে ২৮তম বিসিএস’র মাধ্যমে পুলিশ বিভাগে যোগদান করেছি। চুয়াডাঙ্গা আমার প্রাণের জেলা। আমি পাশের জেলা ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে লেখাপড়া করেছি। আমার বাড়ি খুলনায়।

তিনি বলেন,এক সময় পুলিশ দেখবেন জনগণের সাথে একই বাসায় থাকবে, আমরা আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে মিশছি কেনো? আমাদের চাকরীটাই হলো জনগণকে সার্ভিস ডেলিভারী দেওয়া।

তিনি বলেন,বাল্যবিয়ের ব্যাপারে আপনারা ওসি সাহেবকে বলবেন,ইউএনও মহোদয়কে বলবেন,দু’জন মিলে এটা প্রতিহত করবেন। ডিজিটাল প্রতারণার বিষয়টি আপনারা সচেতন থাকবেন। অনলাইন মার্কেটিংয়ের নামে প্রতারণা করে থাকে । লোভে পড়ে কম মূল্যে পণ্য কিনতে গেলে প্রতারণার শিকার হতে পারেন। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী ছাড়া কোনন পণ্য কিনবেন না।

আনলাইন জুয়ার বিষয়ে আপনারা আপনাদের সন্তানদের সচেতন করবেন। মাদক শুধু মাত্র পুলিশ দিয়ে নির্মূল করা সম্ভব নয়। আপনারা সচেতন হবেন,আপনাদের সন্তানরা যেনো কোন ভাবেই মাদক ব্যবহার না করে সে দিকে খেয়াল রাখবেন

আলমডাঙ্গায় ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী মাসুদ গ্রেপ্তার

মারামারি মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মাসুদ রানা (৩৪) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মাসুদ রানা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের গাঙপাড়ার আনিস উদ্দীনের ছেলে। গতকাল (১৫ আগস্ট) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউনিয়নের হারদি বাজার প্রাঙ্গণ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জানাযায়, গত কয়েক বছর পূর্বে হারদি গ্রামে মারামারি ঘটনায় মাসুদ রানার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলা আমলী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা

হয়। ঘটনা ও মামলার পরই মাসুদ বিদেশে পাড়ি জমায়। মামলায় হাজিরা না হওয়া ও চলমান থাকায় কোর্ট তার বিরুদ্ধে ৩ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

এ আদেশের ভিত্তিতে উপজেলার হারদি বাজার থেকে মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।